দৈনিক
ইত্তেফাক

25 OCT 2017

উচ্চশিক্ষার বৈশ্বিক মান কি অধরাই থাকিবে?

উচ্চশিক্ষা নিয়া আমাদের অহংকার করিবার সুযোগ নাই, বরং দুশ্চিন্তার বিস্তর কারণ রহিয়াছে। বলা অত্যুক্তি হইবে না যে আমাদের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বৈশ্বিক জ্ঞানকাণ্ড হইতে প্রায় পুরাপুরিই বিযুক্ত। গত জুলাই মাসে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওয়েবমেট্রিক্সে প্রকাশিত র‍্যাংকিং-এ দেখা যায়, বাংলাদেশের ১২২টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থানে আছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি)। দ্বিতীয় স্থানে রহিয়াছে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, তৃতীয় স্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের মধ্যে প্রথম হইলেও বিশ্ব র‍্যাংকিং-এ বাকৃবি'র অবস্থান ২০৬১তম। অর্থাৎ বিশ্ব র‍্যাংকিং-এ ২০০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রভাব, শিল্প-প্রযুক্তি স্থানান্তর, অর্থনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা, সাম্প্রদায়িক সন্নিবেশ অর্থাৎ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত ভূমিকা—এমনকি রাজনৈতিক প্রভাব বিবেচনা করিয়া প্রতি বৎসর এই র‍্যাংকিং তৈরি করা হয়। তবে ইহাও বলা দরকার, র‍্যাংকিংয়ের এই হিসাব করা হইয়াছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে উপস্থাপিত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওয়েবসাইট যথাযথভাবে আপডেটেড নয়।

তালিকায় দেখা যাইতেছে, ১৬ কোটি জনসংখ্যার এই দেশে ১২২টি বিশ্ববিদ্যালয় থাকিলেও ইহার কোনোটিই, এমনকি এশিয়ার সেরা ৭০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাতেও নাই। বস্তুত, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিশ্ব র‍্যাংকিং-এ পিছাইয়া থাকিবার অন্যতম কারণ গবেষণার অভাব। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণার হার ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরের বাজেটে ৬৬৪ কোটি ৩৭ লক্ষের মধ্যে মাত্র ১৪ কোটি টাকা গবেষণাখাতে বরাদ্দ রাখা হইয়াছে, যাহা মূল বাজেটের মাত্র দুই শতাংশ; অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ক্ষেত্রে কোনো বরাদ্দই নাই। অথচ র‍্যাংকিং-এ সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণা খাতে হাজার হাজার ডলার বরাদ্দ থাকে। বিশ্ব সেরা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা বরাদ্দ ২০১২ অর্থবৎসরে ছিল ৭৯৯,৪৩২ হাজার ডলার। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির বরাদ্দ ৮২৪,১৩০ হাজার ডলার। কেমব্রিজে ২০১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ ৩০৮,৫০০ হাজার পাউন্ড। অন্যদিকে, শিক্ষকপ্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা বরাদ্দ ২২,৫০০ টাকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২৮৫ টাকা। এই পরিসংখ্যানগুলিই বলিয়া দেয় কেন বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি র‍্যাংকিংয়ে পিছাইয়া থাকে। জাতীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তিও একটা বড় প্রভাবক বটে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান নিম্নগামী। ইউজিসি'র সমীক্ষাগুলিও ইহার প্রমাণ দিতেছে। মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপও তাহারা সুপারিশ করিয়াছে। গত সপ্তাহে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিং-এ সেরা ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় ভারতের নাম না থাকার বিষয়টিকে কলঙ্ক হিসেবে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে ভারতের সেরা ১০টি সরকারি ও আরো ১০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বমানসম্পন্ন বানাইবার জন্য ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়াছেন। আমাদেরকেও গবেষণার দিকে অধিক মনোযোগ দিতে হইবে। বিশ্বের প্রতিটি দেশে গবেষণার জন্য শিক্ষাবৃত্তি চালু আছে, এদেশেও আছে। তবে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। বরাদ্দ বাড়াইয়া শিক্ষার্থীর নিকট সহজতর উপায়ে তাহা বণ্টন করা অত্যন্ত জরুরি। অর্থ ছাড়া গবেষণা হয় না ইহা যেমন সত্য, তেমনি ইহাও সত্য যে, পর্যাপ্ত অর্থের সরবরাহ থাকিলেই গবেষণা হইবে—এমন নিশ্চয়তাও নাই। গভীর পড়াশোনা, অভিনিবেশ, অনুধ্যান, গবেষণা, গবেষণাভিত্তিক জার্নাল ও প্রকাশনা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক আদান-প্রদানের যে সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রত্যাশা করা হয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তাহার বড্ড অভাব। সেই সংস্কৃতিও ফিরাইয়া আনিতে হইবে।